রোমান ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে। প্রয়োজনে আরবদের সঙ্গে লড়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করার ডাক দেন তিনি। ১৯৮৯ সালে মৃত্যুর অল্প আগে একটি সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন ইয়াসিন। গানগুলো গেয়েছিলেন বিখ্যাত বার্বার গায়ক আইৎ ম্যাংগুয়েলেট।

অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় গ্রন্থটির ভূমিকায় কাতেব বলেন, ১৯৮০ সালে অন্যায়ভাবে আলজেরীয় সরকার সুপ্রাচীন কাবাইল কবিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এত দাঙ্গা হয় এবং বার্বাররা তাদের সম্পদ রক্ষার জন্য রাজপথে ফেটে পড়ে শ্লোগানে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এরা কিন্তু ধর্মসূত্রে মুসলমানই, তবু ভাষার ওপর আক্রমণকে তারা মেনে নেয়নি। ইয়াসিন দৃঢ়ভাবে বলেন যে বস্তুত আরবি নয়, তামাঝিঘ্ট।

ভাষাই আলজেরীয়দের প্রকৃত উত্তরাধিকার এবং এটাই আলজেরীয়দের প্রথম ভাষা। ফরাসি ও আরবি সম্প্রসারণবাদ কিভাবে প্রাচীন তামাঝিঘ্ট্ কে নিষ্পেষিত করেছে, তার বিবরণ দেন কাতেব ইয়াসিন। ১৯৯৪ সালে এক ভয়ংকর দাঙ্গা হয় আলজেরিয়ায়। বার্বার জাতিসত্তার লোকেরা প্রাচীন বার্বার ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। বার্বারদের সেই সংগ্রামই ছিল আলজেরিয়ায় সংঘটিত প্রথম মানবাধিকার সংগ্রাম। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে যে মানুষ সব সময়ই অধিকারসচেতন, সেটা এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়।

অন্যদিকে দিন দিন আমরা ভোগবিলাসের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছি। আর এই ভোগ বিলাসের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমরা শুধু অর্থ প্রতিপত্তি এবং সম্পদের পিছনে ছুটছি। এভাবে এক শ্রেণী দ্রুত সম্পদশালী হচ্ছে অন্যদিকে আর এক শ্রেণীর মানুষ সহায় সম্বল হারিয়ে নিশ্ব হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আর এই সবের জন্যে দায়ী আমরা নিজেরাই, অথচ আমরা দোষারূপ করি সৃষ্টিকর্তাকে। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি সব মানুষই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং সমান মর্যাদার অধিকারী। মানুষ হিসেবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং মানুষের প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব।

মহিয়সী নারী মাদার তেরেজা আমাদের আহ্বান জানিয়ে বলেন,

"আপনি যদি প্রর্থনা করেন, আপনি বিশ্বাস করবেন,
আপনি যদি বিশ্বাস করেন, আপনি ভালবাসবেন এবং আপনি যদি
ভালবাসেন আপনি সেবা ও দান করবেন।"

আধুনিক যুগ দূরত্ব নয়, নৈকট্যের যুগ। এ যুগ সহাবস্থানের, সহযুদ্ধের নয়। কাজেই যেকোন আদান-প্রদানের সূত্রই হতে হবে সমন্বয়ের, পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের নয়। প্রতিটি মানুষের ভাল দিকটিকে মর্যদা দিয়ে, উৎসাহিত করে আরও বেশী মানব কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রত্যেকেই সেই ভূমিকা নিতে পাড়ে নিজের মত করে। ভাষা সংস্কৃতির এমনই এক শক্তিশালী উপাদান যে তাকে চাইলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না– সে ভাষা বাংলা হোক কিংবা হোক অন্য যেকোন। তবে এই সবের ভালদিকটাকে নিয়ে আমরা প্রতিজন নিজেদের এমন কোন ভাল কাজ, অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ করার প্রতিজ্ঞা নিই এবং তা পালন করি, যাতে সমাজে প্রত্যেকে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।